হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2014

"যখনই কোন মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারী উদ্ধার হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। যদি হিন্দুসমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ১৯৪৬

যারা মার খেল তারাই হল পুলিশের শিকার

জয়াতলার গ্রামবাসীকে নির্লজ্জ আক্রমণ সংখ্যালঘুদের

দঃ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত জয়াতলা গ্রাম। হিন্দু অধ্যুষিত এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে নিকটবর্তী গাটকান্দা মোড়-এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের বিরোধ অনেকদিনের। গত ২৪শে জুন গাটকান্দা অঞ্চলের লোকেরা যেভাবে বিনা প্ররোচনায় জয়াতলার লোকেদের উপর হামলা চালায়, তা নিন্দনীয় বলে বারুইপুর অঞ্চলের লোকেরা এই প্রতিবেদনকে জানায়।

২৪ তারিখ সকাল ১০টা নাগাদ জয়াতলার প্রদীপ্ত নস্কর, দিবাকর পাটোয়ারী ও উত্তম নস্কর বাইকে করে গাটকান্দা মোড় দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে গাটকান্দার সামসের মোল্লা গালিগালাজ করে। প্রদীপ্ত দিবাকররা এর প্রতিবাদ করলে সামসের তাদের বাঁশ দিয়ে আঘাত করে। এতে উত্তম ও দিবাকরের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এই অবস্থায় তারা জয়াতলা গ্রামে ফিরে আসে। আহত দিবাকর ও উত্তমকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে খবরটা জয়াতলা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে জনা কুড়ি লোক গাটকান্দা মোড়ে যায় বিষয়টির খোঁজখবর নিতে। সামসের কেন মারলো এই ছিল তাদের বক্তব্য। কিন্তু গাটকান্দার বাসিন্দা মেয়ে-পুরুষ সকলে মিলে এদেরকে ঘিরে ধরে গালিগালাজ করতে থাকে। উভয়পক্ষের কথা কাটাকাটিতে উত্তেজনা চরমে উঠলে গাটকান্দা গ্রামের লোকেরা দা, চপার, লাঠি, বাঁশ নিয়ে মারতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে জয়াতলার লোকেরা দিশেহারা হয়ে যায়। পিন্টু মণ্ডল, সঞ্জীব নস্কর, জীবন নস্কর, তপন নস্কর ও ভবেন নস্কর গুরুতর আহত হয়। এছাড়া অন্যান্যরাও কমবেশি আহত হয়। ভীষ্মর মাথা ফেটে ক্রমাগত রক্ত ঝরতে থাকলে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। হস্‌পিটালে যাওয়ার পথে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স আটকায়। ভীষ্ম ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সে আহত দিলীপ ভুঁইয়া, পিন্টু মণ্ডল, পবিত্র নস্কর, সঞ্জীব নস্কর, উত্তম নস্করকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ নিজে থেকেই এদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে। কেস নং ৮৭৭/১৪। পরে জয়াতলা গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সামসের মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত শেখ নিয়ামত আলি অধরা

ভাঙচুর ও আগুন পোলবায়

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করতে না পারায় বৃহস্পতিবার ধুন্ধুমার বাধল হুগলির পোলবায়। ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা অভিযুক্তের দোকান ভাঙচুর করে। জিনিসপত্র বাইরে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবরোধ চলে জি টি রোড এবং দিল্লি রোডে। এর ফলে দুই রাস্তায় যানজটে নাকাল হন যাত্রীরা। জেলা পুলিশের কর্তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামলান। এর আগে চুঁচুড়ায় পুলিশ সুপারের দফতরের সামনেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যায় পোলবার হোসেনাবাদ গ্রামের বছর নয়েকের ওই নাবালিকা স্থানীয় মুদির দোকানে চুইংগাম কিনতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় দোকানে আর কোনও ক্রেতা ছিল না। সুযোগ বুঝে দোকানদার শেখ নিয়ামত আলি তাকে দোকানের ভিতরে ডাকে। এর পর চকলেট হাতে দিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। ঘটনার কথা কাউকে না বলার জন্য সে নাবালিকাকে হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। ওই দিন বাড়ি ফিরে ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি। মঙ্গলবার সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ির লোকজন জানান, অসুস্থ অবস্থায় সে মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা বলে। সে দিনই মেয়েটির পরিবারের তরফে পোলবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নিয়ামতের বিরুদ্ধে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক। তাকে ধরতে তল্লাশি চলছে। মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়েছে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। তবে মেডিক্যাল রিপোর্টে ধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি। যদিও মেয়েটির বাবার অভিযোগ, অভিযুক্তকে আড়াল করছে পুলিশ। এলাকায় সে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাঁরা শুনেছেন। মেডিক্যাল রিপোর্টটিও পুলিশের সাজানো বলে তাঁদের সন্দেহ।

শেষাংশ ২ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে ধৃত বাংলাদেশে ৭ খুনের পাণ্ডা

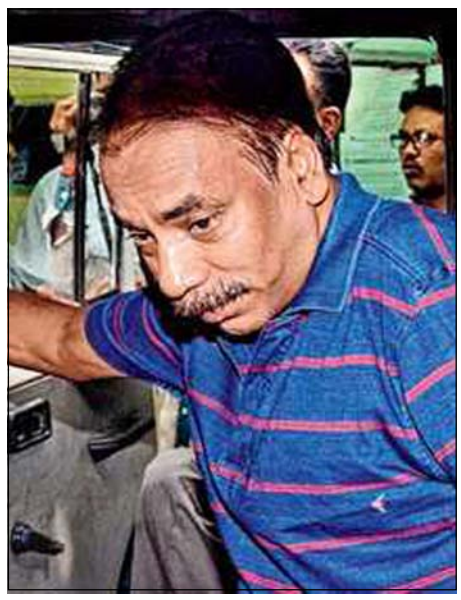

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ কি এক হয়ে গেল? দুই দেশের ক্রিমিনালদের কাছে প্রায় তাই। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামি লিগের এক কমিশনার-সহ সাতজনকে হত্যার অভিযোগে দু'মাস ধরে বাংলাদেশ পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজছিল একই দলের অন্য এক কাউন্সিলর নুর হোসেনকে। জানানো হয়েছিল ভারত সরকার ও ইন্টারপোলকেও। অবশেষে ১২ জুন বাগুইআটিতে ভিআইপি রোডের ধারে একটি বহুতলের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হল সেই নুর হোসেনকে। সল্টলেক কমিশনারেটের অ্যান্টি টেররিস্ট সেল ও বাগুইআটি থানার পুলিশ দুই সঙ্গীসহ তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনজনকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানিয়েছেন, নুরকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সল্টলেক পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে পুলিশ খবর পায় ভিআইপি রোডের ধারে একটি বহুতলের ফ্ল্যাটে জুয়ার ঠেক চলছে। বহুতলের নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে যে, তিনজন সেই বহুতলের পাঁচতলার ৫০৩ নম্বর ঘরে গত দু'মাস ধরে ভাড়ায় রয়েছেন। তাঁদের আচরণও বেশ সন্দেহজনক। ওই ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ জানতে পারে তাঁদেরই একজন বাংলাদেশে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' নুর। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কারও কাছেও পাসপোর্ট বা এ দেশে ঢোকার কোনও নথি মেলেনি।

তবে পুলিশের আর একটি সূত্র বলছে, গত ১২ জুন ধৃত তিনজন বাগুইআটির একটি রেস্তোরাঁয় কর্মীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। রেস্তোরাঁর কর্মীরা নুরকে তাড়া করে ধরে ফেললেও বাকিরা পালিয়ে যায়। নুরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি দু'জনের খোঁজ পাওয়া যায় ওই বহুতল থেকে। কিডনি সংক্রান্ত চিকিৎসার অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেন। পুলিশ ওই ফ্ল্যাটের মালিকের খোঁজ করছে। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে আওয়ামি লিগের কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম চার সহযোগী নিয়ে একটি গাড়িতে ফেরার সময়ে অপহৃত হন। একই দিনে অপহৃত হন নারায়ণগঞ্জ আদালতের বর্ষীয়ান আইনজীবী চন্দন সরকার ও তাঁর গাড়ির চালক। তিনদিন পরে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে একে একে সকলের পেট কাটা দেহ মেলে। নজরুলের শ্বশুর পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, পাশের ওয়ার্ডে একই দলের কাউন্সিলর নুর হোসেনই এই খুনের পাণ্ডা। নুর হোসেন তখন থেকেই ফেরার।

কে এই নুর হোসেন? বাংলাদেশ প্রশাসনিক সূত্র জানাচ্ছে, বাসের সামান্য খালাসি থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ আওয়ামি লিগের সহ-সভাপতি হয়ে ওঠা নুর হোসেন নদীর বালি তোলা-সহ নানা বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ীদের থেকে নিয়মিত তোলা আদায় করা নুর হোসেনের রাজনীতি শুরু এরশাদের আমলে তাঁর দলের কর্মী হিসেবে। তার পরে বিএনপি ক্ষমতায় এলে নুর বিএনপিতে যোগ দেন। অবশেষে তিনি স্থানীয় সাংসদ শামীম ওসমানের দাক্ষিণ্যে আওয়ামি লিগে যোগ দিয়ে পর পর দু'বার কাউন্সিলর হন। কিন্তু পাশের আসনের কাউন্সিলর নজরুল তোলা আদায় ও অন্যান্য বেআইনি কাজে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় নুর টাকা দিয়ে তাঁকে খুনের চক্রান্ত করেন।

হিন্দু সংহতির-র আহ্বানে

১৯৪৬-এর হিন্দু বীর

গোপাল মুখার্জী স্মরণে

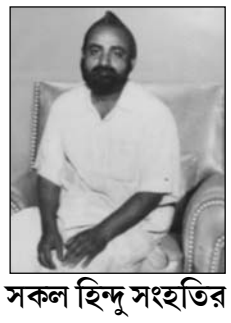

১৬ই আগস্ট ২০১৪, শনিবার

কলকাতায় মহামিছিল

সকল হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক এবং আপামর জাতীয়তাবাদী মানুষকে এই মহামিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

আমাদের কথা

দেশরক্ষায় চাই সবার অংশগ্রহণ

ভারতবর্ষ বিশুদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং একমাত্র হিন্দুরাই এদেশের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সমাজ। পাশাপাশি ভারতে বসবাসকারী অহিন্দুরা আইন অনুসারে এদেশের নাগরিক হলেও কখনোই রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাহলে বাস্তব এটাই যে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হিন্দু, শতকরা ২০ ভাগ এমন একটি জনগোষ্ঠীর সাথে সহাবস্থান করছে যারা এদেশের রাষ্ট্রীয় নয়। বরং এই জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত আছে এই কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ছলে বলে কৌশলে ভারতে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের সবাই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—একথা বলা যায় না। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজ থেকে কোনো আওয়াজ উঠছে না। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মারমুখী হয়ে রাস্তায় নামতে অভ্যস্ত মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে একদম নিশ্চুপ কেন—তা বুঝতে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই দেশ ভাগ হয়েছিল। সেই সময় যারা পাকিস্তানের দাবিতে ''ডাইরেক্ট অ্যাকশন''-এর নামে ভারতের মাটিকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল, তাদের সিংহভাগ স্বপ্নের পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরেও এই 'না-পাক' ভারতেই থেকে গিয়েছিল। তাহলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত যারা ভারতের মাটিকে 'না-পাক' মনে করত, ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট থেকে কোন জাদুমন্ত্রে তারা এদেশের দেশভক্ত নাগরিক হয়ে গেল তা একমাত্র আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা এবং সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরাই বলতে পারবেন। অতএব বাস্তব এটাই যে দেশ ভাগ হলেও দেশভাগের বীজ কিন্তু এদেশের মাটিতেই থেকে গেল। সেই বীজ আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সেই বীজ হল ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শগুলির অন্যতম— 'দারুল ইসলাম'।

ইসলামের এই মহান (?) আদর্শে বিশ্বাসীরা আজও এই দেশকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে সদাসচেষ্ট। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তাদের প্রধান সহায়করা হলেন এদেশের ভোটভিক্ষু রাজনীতিবিদরা এবং সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরা। ভারতবর্ষকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে যে কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এখানে প্রতিনিয়ত চলছে, সেগুলিকে ভালোভাবে না জানলে এবং না বুঝলে এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা যাবে না। তাই এই গভীর ষড়যন্ত্রের প্রধান কয়েকটি সূত্র আমি এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ ভারতের সংবিধানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আইনসম্মত উপায়ে ভারতকে দখল করার এ এক অমোঘ অস্ত্র। আমরা জানি যে কাশ্মীর আজ ভারতে থেকেও ভারতে নেই। কারণ মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিতাড়িত করার মাধ্যমে কাশ্মীরকে হিন্দুবিহীন করে ফেলা হয়েছে। আজ ভারত রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নখদন্তহীন শার্দুলের হম্বিতম্বিতে পরিণত হয়েছে। 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'—মাঝে মাঝে এই হুঙ্কার ছাড়া ভিন্ন কাশ্মীরের অন্য কোন বিষয়ে নাক গলানোর ক্ষমতা ভারতের শাসনকর্তাদের নেই। এই 'কাশ্মীর মডেল' সম্পূর্ণ ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হলে জনসংখ্যা বাড়াতে হবে, ভারতের জনচরিত্র বদলে দিতে হবে। এই কাজে আইনগত কোন বাধা নেই। তাই এই কাজ চলছে বিনা বাধায়।

অনুপ্রবেশ ঃ অরক্ষিত সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিকরা ঢুকে পড়ছে এদেশে। সঙ্গে ঢুকছে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীরা। ভোটভিক্ষু, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় এদেশের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হাসিল করে সহজেই তারা ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী। দিল্লী, মুম্বই, চেন্নাই থেকে শুরু করে জয়পুর, বাঙ্গালোর পর্যন্ত ভারতের সমস্ত এলিট শহরে ছড়িয়ে আছে এদের অসংখ্য বস্তি। কলকাতা এবং এর শহরতলিতেও গড়ে উঠছে প্রচুর অবৈধ বস্তি। এদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এদের তাড়ানোর কথা বললে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয়রাই যেখানে কোমরে দড়ি বেঁধে জেল খাটানোর হুমকি দেন, সেখানে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে এদের গায়ে হাত দেয়?

ল্যান্ড জেহাদ ঃ ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুর জমি দখল করা হচ্ছে সর্বত্র। সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকায় বেশি টাকা দিয়ে হিন্দুর জমি কেনা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মসজিদ। এলাকায় একজনও মুসলমান না থাকলেও নিয়ম করে বাইরে থেকে মুসলমানেরা আসছে সেখানে নামাজ পড়তে। এর পরেই এলাকার হিন্দুদের উপর অর্পিত হচ্ছে বিভিন্ন বিধিনিষেধ—নামাজের সময় মন্দিরের মাইক বন্ধ রাখতে হবে, মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে পূজার শোভাযাত্রা করা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ হিন্দুর ধর্মাচরণের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি, হিন্দুনারী ধর্ষণ ও অপহরণ, তোলাবাজি, এমনকি খুন-জখম করে সন্ত্রস্ত হিন্দুদের বাধ্য করা হচ্ছে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে। রেল লাইন, ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে পড়ে থাকা সরকারি জমি দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ বস্তি। মোট কথা বিভিন্ন উপায়ে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুর জমি হস্তগত করা হচ্ছে।

লাভ জেহাদ ঃ বেছে বেছে হিন্দু মেয়েদের মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ চলছে পরিকল্পনামাফিক। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে হওয়ার আগে হিন্দু মেয়েরা জানতেও পারছে না যে তার জীবনসাথী হিসাবে সে যাকে বেছে নিচ্ছে, সেই ব্যক্তিটি হিন্দু নয়। সুপরিকল্পিতভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠিত, সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের মেয়েদের টার্গেট করা হচ্ছে। বিয়ের পর সেই ধর্মান্তরিত মেয়ের সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার হিন্দু পিতা-র সম্পত্তি দাবী করা হচ্ছে। এই লাভ জেহাদের ফলে একদিকে যেমন হিন্দুর সংখ্যা কমছে, অপরদিকে সেই হিন্দু মেয়ের গর্ভ থেকে একাধিক অহিন্দু জন্ম নিচ্ছে। সর্বোপরি আইনের বলে হিন্দু সম্পত্তি চলে যাচ্ছে অহিন্দুর দখলে।

এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়তে হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সমাজ, হিন্দু সমাজকেই এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। এই কাজ শুধুমাত্র সমর্থন করে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে হবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে এই কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। দেশরক্ষার এই মহান কর্মযজ্ঞে আজও যারা যোগদান করবেন না, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। এই লড়াই নির্ণায়ক লড়াই। এই লড়াই জিততে হলে শত্রুর সাথে সাথে নিজ সমাজের বিশ্বাসঘাতকদেরও চিনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। শপথ নিতে হবে—দেশের এক ইঞ্চি জমিও আমরা আর ছাড়ব না। মা-বোনের সম্মান নষ্ট হতে দেব না।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

উঃ ২৪ পরগণা জেলার মিনাখাঁয় নাবালিকা নিরুদ্দেশ

নিখোঁজ তপতী দাস

গত ৪ জুন সকাল থেকে ১৪ বছরের নাবালিকা তপতী দাস নিরুদ্দেশ। আমাদের স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী মিনাখাঁ থানার চৈতল গ্রামের ব্যবসায়ী বিষ্ণুপদ দাসের মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী তপতীর খোঁজ ঐদিন সকাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। মিনাখাঁ থানায় এ বিষয়ে একটি মিসিং ডায়েরী (জিডিই নং ঃ ১২৩) করা হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এই ঘটনাকে লাভ জেহাদের ঘটনা বলেই মনে করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ইদানীং এক মুসলিম ছাত্রীর সাথে তপতীর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই সূত্রে ঐ মুসলিম বান্ধবীর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত এবং ওঠাবসা হত তপতীর। স্থানীয় মানুষের সন্দেহের আঙুল সেই দিকেও উঠেছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই এলাকাগুলি নারী পাচারের জন্য কুখ্যাত। তপতী এই নারী পাচার চক্রের শিকারও হতে পারে বলে তার বাড়ির লোকের ধারণা।

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় লাভ জেহাদের কবল থেকে মুক্ত যুবতী

মালদা জেলার ফরাক্কা ব্লকের বল্লভপুরের মেয়ে সুপর্ণা (নাম পরিবর্তিত)। কালিয়াচক নিবাসী একটি ছেলের সাথে গড়ে উঠেছিল গভীর প্রেমের সম্পর্ক। ছেলেটি নিজের পরিচয় দিয়েছিল রাহুল মন্ডল বলে। সুপর্ণাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল সে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে সুপর্ণার কাছ থেকে দশ-বিশ হাজার করে টাকাও নিত সে। একদিন সুপর্ণা অন্য সূত্রে জানতে পারে যে রাহুল আসলে রাহুল নয়। তার আসল নাম মালেক শেখ। সে কালিয়াচকের শিমুলতলা এলাকার এক মুসলিম পরিবারের ছেলে। সুপর্ণা হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য প্রার্থনা করে। এরপর গত ১২ জুন, পরিকল্পনা মাফিক সুপর্ণা ফোন করে মালেককে ডেকে পাঠায় তার সাথে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফাঁদে পা দিয়ে মালেক উপস্থিত হলে আগে থেকে প্রস্তুত সংহতির যুবকরা তাকে ধরে ফেলে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা মালেককে সামান্য মারধর করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা সুপর্ণার কাছ থেকে নেওয়া টাকা বাবদ মালেককে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে বলে। মালেক এবং তার পরিবার গ্রামবাসীদের এই দাবী মেনে ওই পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে রাজি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রাপ্য টাকার জামিন হিসাবে মালেকদের দুটো মোটরবাইক গ্রামবাসীদের হেফাজতে রেখে দেওয়া হয়েছে। মালেকের নামে থানায় এফ.আই.আর. করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মালেককে গ্রামবাসীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য টি.এম.সি. নেতা জাহির শেখ, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গ্রামের মোড়ল বাবলু শেখ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হুমায়ুন শেখ প্রমুখ বিভিন্ন পার্টির মুসলিম নেতারা একজোট হয়ে সেখানে এসেছিল। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের প্রতিরোধে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ধীরেন মন্ডল এসেছিলেন বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু হিন্দু গ্রামবাসীরা তাদের দাবীতে অনড় থাকায় তিনিও ফিরে যেতে বাধ্য হন।

গাঁজার ক্রেতা সেজে দুষ্কৃতিকে ধরল পুলিশ

সীমান্ত এলাকায় ডাকাতি ও মাদক পাচারের অভিযোগে কুখ্যাত দুই দুষ্কৃতি হানিফ মোল্লা এবং তপন মণ্ডলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৪৩.৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। তল্লাশি অভিযানে নেমে পুলিশ হানিফকে বসিরহাটের বোটঘাটে ইছামতী সেতু থেকে ধরে। তপন ধরা পড়ে স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়া সেতুর উপর থেকে। দু'জনকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার ৯ নম্বর কুমড়োখালি গ্রামের বাসিন্দা হানিফের বিরুদ্ধে দুই ২৪ পরগণার সুন্দরবন-সহ সীমান্ত এলাকায় একাধিক ডাকাতি-সহ নানা দুষ্কর্মের অভিযোগ আছে। দীর্ঘদিন থেকে হানিফের খোঁজ করছিল পুলিশ।

হানিফ-তপনরা বিথারী এবং তেঁতুলিয়ার কাছে দুই ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির ঘটনাতেও জড়িত বলে তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ। বিশেষ সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, হানিফ মোল্লা, নাসির উদ্দিন মোল্লা, তপন মণ্ডল এবং সমীর মণ্ডল নামে চার দুষ্কৃতি বসিরহাটের একটি গোপন জায়গায় জড়ো হচ্ছে। এলাকায় ডাকাতির পাশাপাশি মাদক বিক্রিরও ফন্দি আছে তাদের।

বসিরহাট থানার অফিসার প্রতীক বসুর নেতৃত্বে একটি দল বোটঘাটে ইছামতী সেতুতে আসে। ক্রেতার ছদ্মবেশে ছিলেন পুলিশ কর্মীরা। হানিফকে ঘিরে ফেলেন তাঁরা। বাকিরা অবশ্য আগেই এলাকা ছেড়েছিল। হানিফের কাছ থেকে সাড়ে ২১ কেজি গাঁজা পায় পুলিশ। পরে স্বরূপনগর থানার পুলিশ তেঁতুলিয়া সেতুতে তপনকে গাঁজার ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তাকে গ্রেফতার করে উদ্ধার হয় ২২ কেজি গাঁজা। ইদানিং ডাকাতির পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় মাদক বিক্রির কাজও শুরু করেছিল।

১ম পাতার শেষাংশ

ভাঙচুর ও আগুন পোলবায়

এর পরেই অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার রাতে গ্রামবাসীরা চুঁচুড়ায় এসপি অফিসে চড়াও হন। কিন্তু অফিস বন্ধ থাকায় তাঁরা ফিরে যান। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ ফের শ'তিনেক গ্রামবাসী এসপি অফিসের সামনে জড়ো হন। শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের তরফে পাঁচ গ্রামবাসী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) তথাগত বসুর সঙ্গে দেখা করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাঁদের জানান, অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। আশ্বাসে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিক্ষোভকারীরা।

এর পরে গ্রামবাসীরা এলাকায় ফিরে যান। সেখানে আরও লোকজন জড়ো করে অভিযুক্তের দোকান ভাঙচুর করা হয়। দোকানের জিনিসপত্র বাইরে টেনে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ যায়। কিন্তু তাঁরা ক্ষিপ্ত জনতাকে আটকাতে পারেননি। পরে পোলবা থানা থেকে আরও পুলিশ আনা হয়। ইতিমধ্যেই বেলা ১টা নাগাদ জি টি রোড এবং দিল্লি রোডের সংযোগস্থলে অবরোধ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ওই দুই সড়কেই সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। বেগতিক বুঝে মগরা থানা এবং চুঁচুড়া পুলিশ লাইন থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তথাগতবাবু। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ অবরোধ ওঠে।

২০১৪ নির্বাচনে মোদীর বিপুল জয়ের তাৎপর্য ও পরবর্তী আশঙ্কা

(শেষ পর্ব)

তপন কুমার ঘোষ

আগের সংখ্যায় লিখেছিলাম ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল শুধু একটি রাজনৈতিক জয় পরাজয় নয়, এই ফল একটি আদর্শের জয়, হিন্দুত্বের জয়। একথাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এটাতো স্বাভাবিক। যে হিন্দুত্ব বিরোধীদের স্পষ্ট পরাজয় হল তারা এত সহজে পরাজয় মেনে নেবে কেন? বিশেষ করে আমাদের দেশের ইতিহাসে বা রাজনৈতিক ইতিহাসে জয়কে পরাজয়ে পরিণত করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রজীবনে (রাজনৈতিক জীবনে) এ ঘটনা বার বার ঘটেছে। ১৯৪৭-এ কাশ্মীর যুদ্ধ, ১৯৬৫তে ভারত-পাক যুদ্ধ, ১৯৭১-এ ভারত-পাক যুদ্ধ—তিনবারই যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত জিতেও অলোচনার টেবিলে পরাজিত হয়েছে। ১৯৪৭-এ যুদ্ধবিরতি না করে গোটা কাশ্মীরটা যদি নিয়ে নেওয়া যেত, ১৯৬৫তে ভারতীয় সেনা যদি লাহোর ক্যান্টনমেন্টটা গুঁড়িয়ে দিত এবং ১৯৭১-এ ভারতীয় সেনার প্রাণের মূল্যে নবগঠিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনা রেখে দেওয়া যেত, তাহলে আজকে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চিত্রটাই অন্যরকম হত। জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করার এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেক উদাহরণ থেকে উৎসাহিত হয়ে হিন্দুত্ব বিরোধীরা ২০১৪ নির্বাচনে এই শোচনীয় পরাজয়ের পরও আর একবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে—এটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

ভারত যেমন বারবার জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করেছে, ঠিক তার বিপরীত, পাকিস্তান পরাজয়কে জয়ে রূপান্তরিত করেছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের পর। পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়ে যে বাংলাদেশ গঠিত হল, তাতে পাকিস্তান অবধারণার (Concept of Pakistan) সম্পূর্ণ পরাজয় হল, পাক সেনা-শাসকদের নির্ণায়ক পরাজয় হল এবং পাকিস্তানের অপমানের চূড়ান্ত হল। কিন্তু পাক নীতি নির্ধারকরা ক্রোধে অন্ধ হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি হারাননি। তারা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে তাদের এই পরাজয় কোন বাঙালির কাছে নয়, বাঙালি মুসলমানের কাছে নয়, বাংলা ভাষার কাছে নয়, তথাকথিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের কাছে নয়। তাদের পরাজয় হয়েছে ভারতের কাছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। তাই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশ বাংলাদেশকে তাঁরা শত্রুরূপে চিহ্নিত করলেন না। বরং আসল শত্রু ভারতের মোকাবিলা করার জন্য অচিরেই ওই বাংলাদেশের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা শুরু করে দিলেন। এই পথে শেখ মুজিব পথের কাঁটা হতে পারেন এই আশঙ্কায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাক চক্রান্তকারীরা মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করালেন। তার পর পাক গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই.-এর বড় ঘাঁটি বাংলাদেশে তৈরি করে ফেললেন। পরিণাম, ভারতকে আবার ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, সম্মুখযুদ্ধ না করেও সারা ভারতকে রক্তাক্ত করে তোলা। এই হল নির্ণায়ক পরাজয়কে জয়-এ রূপান্তরিত করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর আগের দিন পর্যন্ত যারা মোদী বিরোধী, হিন্দুত্ব বিরোধী ছিলেন, ফল ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই তারা ভোল পাল্টাতে শুরু করলেন। যারা চিল-চিৎকার করে বিশ্বকে জানাচ্ছিলেন যে মোদী জিতলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা শেষ হয়ে যাবে, বহুত্ববাদ (Pluralism) বিনষ্ট হবে, ভারত মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে পিছন যাত্রা শুরু করবে, তাদের অনেকেই কী সুন্দর পাল্টি খেয়ে গেলেন! দুজনের নাম উল্লেখ্য, আমির খান ও সুধীন্দ্র কুলকার্ণী। মোদীর বিরুদ্ধে বলিউডের শিল্পীদের গণ-হস্তাক্ষরের প্রথম স্বাক্ষরটি ছিল আমির খানের। এই আমির খান সারা ভারতে লাভ জেহাদীদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে রোল-মডেল। ঠিক যেমন বিগত প্রজন্মে লাভ জেহাদীদের রোল মডেল ছিলেন পতৌদির নবাব ক্রিকেটার মনসুর আলি খান, যিনি বাংলার অভিজাত ঠাকুর পরিবারের মেয়ে শর্মিলা ঠাকুরকে বিয়ে করে বাংলার মুখে কালি লেপে দিয়েছিলেন। সেই লাভ জেহাদী আমির খান এখন বড় মোদীভক্ত হয়ে মোদীর পক্ষে ট্যুইট করে মোদী দর্শনলাভে সক্ষম হয়েছেন। চরম শয়তান ও পরম পাপিষ্ঠ কম্যুনিস্ট কার্ড হোল্ডার সুধীন্দ্র কুলকার্ণী কোন এক রহস্যজনক কারণে বাজপেয়ীর PMO-তে পরামর্শদাতা হয়ে গিয়েছিলেন। আর আদবানীর তো তিনি ডান হাত। তিনি বারবার BJP-কে পরামর্শ দিয়েছেন, হিন্দুত্বের সংকীর্ণ ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে। ২০০৯-এর চরম বিপর্যয়ের পরও তেহেলকা ম্যাগাজিনে লেখা প্রবন্ধে তিনি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আমি তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'দোগ্‌লা' আখ্যা দিয়েছি, কারণ তিনিও এখন মোদীর কাছে গা ঘেঁষার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এরকম আরও বহু আছে যারা হঠাৎ করে মোদীপ্রেমী সেজে মোদীকে পরামর্শ দেওয়ার 'শুভচেষ্টা' করছে।

এদের এই চেষ্টা দেখে পঞ্চতন্ত্রের সেই গল্পটা মনে পড়বেই। এক ব্রাহ্মণকে তার যজমান একটি ছাগলছানা দিয়েছিল। তাই দেখে দশটা বদমাশ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটা পরিকল্পনা করল। ব্রাহ্মণের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় কিছুটা দূরে দূরে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাগলছানাটি বগলে করে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম বদমাশটি ব্রাহ্মণকে বলল, ''ও ঠাকুরমশাই, এই সকালে আপনি একটা অপবিত্র কুকুরছানাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'' ব্রাহ্মণ তাকে উত্তর দিলেন যে, এটা কুকুরছানা নয়, ছাগলছানা। তাঁর যজমান দিয়েছে। এই বলে ব্রাহ্মণ এগিয়ে গেলেন। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল আর একজন বদমাশ। বিনীতভাবে সে বলল, ''ও ঠাকুরমশাই, এই সাতসকালে আপনি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কেন? বাড়িতে কি কুকুর পুষবেন?'' ব্রাহ্মণ তাকেও বললেন যে এটা কুকুর নয়, ছাগলছানা। এইরকমভাবে পর পর দশজন লোক (বদমাশ) যখন ব্রাহ্মণকে বলল যে ওটা কুকুরছানা, ব্রাহ্মণ বিশ্বাস না করে পারলেন না এবং তিনি ছাগলছানাটাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আর একবার স্নান করে বাড়ি চলে গেলেন। আর ওই দশটা বদমাশ ছাগলছানাটা কেটে ফিস্টি করে খেয়ে নিল।

BJP ও সঙ্ঘপরিবারের কিছু নেতৃত্বের ১৯৯৬ সাল থেকে আচরণ দেখে পঞ্চতন্ত্রের এই গল্পটা আমার বার বার মনে পড়ে। ২০১৪ হিন্দুত্বের নির্ণায়ক জয়ের পর আবার সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আমার আশঙ্কা। বেশ কিছু মেরুদণ্ডহীন দোগ্‌লা সাংবাদিক, লোভী সেলিব্রিটি এবং লাভ জেহাদী খান-ব্রাদার্সরা ভোল পাল্টে মোদীর প্রশংসা করে মোদীকে আবার বিভ্রান্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। সরকারের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকার ফলে মোদীজী তাঁর আসল সমর্থকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। তাঁর জন্য রক্ত ও ঘাম ঝড়ানো কর্মীরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু সেলিব্রিটিরা সহজেই পৌঁছে যাবে এবং গল্পের সেই ব্রাহ্মণের মত মোদীজীকেও বিভ্রান্ত করে হিন্দুত্বের ছাগলছানাটি পরিত্যাগ করে দিতে প্ররোচিত করবে। এটা আমার আশঙ্কা, ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়। আমি আশা করব বাজপেয়ী, আদবানীর মতো এই ভুল মোদীজী করবেন না এবং নিজের ও দলের ক্ষতি করবেন না।

অবশ্য আমার ধারণা বাজপেয়ীজী এই ভুল করেছিলেন জেনেশুনে। এই ভুলের পরিণাম তাঁর বোধ হয় অজানা ছিল না। তাঁর ভুল এবং ১৯৪৭-এ নেহেরুর ভুল প্রায় একই রকমের বলে আমি মনে করি। ১৯৪৭-এ দেশভাগের যে কী ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে চলেছে তা না বোঝার মত ততটা বোকা নেহেরু ছিলেন না। তবু এই ভুল করলেন কেন? কারণ তাঁর তাড়া ছিল। কিসের তাড়া? প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তাড়া। দেশভাগ মেনে না নিলে স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তর আরও বিলম্বিত হবে। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে আরও বেশী হিংসাত্মক লড়াই লড়তে হবে। ভারতকে অখণ্ড রাখার সেই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বা মেরুদণ্ড নেহেরুর ছিল না। পরিস্থিতি বৃটিশের নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে চলে যেত। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সেই যুদ্ধে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসত। নেহেরুর আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া হত না। তাই তড়িঘড়ি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে দেশের উপর এই বিভাজনের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিয়ে গান্ধীবাবার অনৈতিক সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে গেলেন ক্ষমতালোভী নেহেরু।

একটু ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে লক্ষ্য করতে হবে। পাকিস্তানের দাবী উঠেছিল ১৯৩৭ সালে, লন্ডনে, রহমত আলীর মুখে। মুসলীম লীগ ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধী, নেহেরু ও কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সরাসরি না বলে দিয়েছিল। ১৯৪৬-এ সারা ভারতের মুসলমানরা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবিভাগ ও পাকিস্তানের পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের মতামত দিয়েছিল। তাতেও কংগ্রেস মানে নি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষে ভগ্নদশা বৃটিশ ঘোষণা করে দিয়েছিল যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম জনমতকে কংগ্রেস অগ্রাহ্য করায় জিন্না কোন রাখঢাক না করে হুমকি দিলেন যে তাদের কাছে পিস্তল আছে এবং তা তারা প্রয়োগও করতে জানেন। জিন্নার সেই কথার তাৎপর্য বুঝতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অক্ষম ছিলেন। ৪৬-এর ১৬ই আগস্ট Direct Action Day-তে মুসলীম লীগ শাসিত বাংলার রাজধানী কলকাতায় হিন্দু গণহত্যার দ্বারা জিন্না তাঁর কথার তাৎপর্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে ও দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন। চড়কা কেটে আর রামধুন গেয়ে গেয়ে কংগ্রেসী নেতাদের মেরুদণ্ড এমনিতেই নরম হয়ে গিয়েছিল। ফলে কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির হিন্দু নিধন ও পাঞ্জাবের দাঙ্গা তাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিল। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য লড়াইয়ের বিন্দুমাত্র সাহস তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না। এদেশের তখন প্রয়োজন ছিল একজন আব্রাহাম লিঙ্কনের, গান্ধীর নয়। কিন্তু সেই দুর্দিনে দেশ কোন লিঙ্কনকে পেল না। অবশ্য এতে কূট, অতিকূট বৃটিশের ভূমিকা ছিল। সাভারকার ও সুভাষ বোসকে রাষ্ট্রীয় মঞ্চের বাইরে ব্রাত্য করে রাখা ও কংগ্রেসের মধ্যেই প্যাটেলকে উঠতে না দেওয়া—বৃটিশের দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের পরিণাম। সহযোগী অবশ্যই সেই দক্ষিণ আফ্রিকার দিনগুলি থেকে বৃটিশ বন্ধু গান্ধী।

তাই ৪৬-এর দেশব্যাপী দাঙ্গার ফলে কংগ্রেসী নেতৃত্ব ভিতরে ভিতরে দেশভাগকে মেনে নিলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। এটাই ছিল দেশের প্রতি কংগ্রেসী নেতৃত্বের এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা এবং নেহেরুর ধান্দবাজি। কারণ, কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নিয়েছে এটা প্রকাশ হলে দেশের জনতা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন কোন নেতৃত্বকে খুঁজে নেবে। নেহেরুর আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না, কংগ্রেসী নেতাদের আর মন্ত্রী হওয়া হবে না। তাই দেশবিভাগের প্রচণ্ড বিপদের সম্ভাবনাকে লুকিয়ে রেখে গোপনে গদী দখলের ব্যবস্থাকে পুরো করে ফেলে মানুষকে জানতে না দিয়ে দেশটাকে ভাগ করে দেওয়া। তাই ১৯৪৮-এ জুন মাস পর্যন্ত সময় পেয়েও তাড়াহুড়ো করে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট দেশটাকে ভাগ করে দেওয়া। তার থেকেও বড় কথা, তার মাত্র দুমাস আগে ১২ জুন ১৯৪৭ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে (C.W.C.) প্রস্তাব নিয়ে দেশ ভাগের কথা প্রকাশ করা হয়, এটাই ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। দু মাসের মধ্যে নতুন নেতৃত্বকে খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়। আর নতুন নেতৃত্ব না হলে দেশের অখণ্ডতার জন্য লড়াই শুরু করা সম্ভব নয়। দেশবাসীকে সেই সময়টা না দেওয়াই ছিল গান্ধী-নেহেরু-বৃটিশ ষড়যন্ত্র। পরিণাম দেশভাগ, লক্ষ হত্যা, লক্ষ ধর্ষণ, কোটি ছিন্নমূল, আর নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীর গদী লাভ।

১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীর হিন্দুত্বকে পরিত্যাগও আমি নেহেরুর ১৯৪৭-এর ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করি। '৪৭-এর নেহেরুর তাড়া ছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এবং ভয় ছিল প্রধানমন্ত্রীর গদী হাত থেকে ফস্‌কে যাওয়ার। ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীজীর বয়স হয়েছিল ৭৩। তাই তাঁরও তাড়া ছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। বিজেপি ক্ষমতা পেতে আরও দেরী হলে বয়সের কারণে বাজপেয়ীর আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া হত না। ১৯৯৮তে একার পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব ছিল না, অন্য কিছু দলের সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু সেই সাহায্য নিতে হলে রামমন্দির ছাড়তে হবে, হিন্দুত্বকে ছাড়তে হবে, ৩৭০ ধারা ও সমান নাগরিক আইন-এর মত ইস্যুকে ছাড়তে হবে। তখনই ক্ষমতা দখলের জন্য তাই করলেন বাজপেয়ী, বিজেপি ও সঙ্ঘ নেতৃত্ব। তাঁরা ক্ষমতা পেলেন, বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর গদি পেলেন। কিন্তু দলের অবস্থা হল সেই ছাগলছানা ছেড়ে দেওয়া ব্রাহ্মণের মত। হিন্দুত্বকে ছেড়ে দিয়ে দল শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হল না, একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। পরিণাম ২০০৪ ও ২০০৯। আমি আশা করি মোদীজি সেই ভুল করবেন না। তাঁর হাতে এখনো সময় আছে। বয়স বিবেচনা করলে তিনি তিনটি টার্ম দেশকে চালানোর সুযোগ পেতে পারেন। এমনকি চারটি টার্মও পেতে পারেন। এই ১৫ বা ২০ বছরে তিনি দেশের বিরাট কল্যাণ করতে পারেন এবং ভারতকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর সফল রূপকার হতে পারেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে গল্পের ঐ ব্রাহ্মণের ভুলের হাত থেকে বাঁচতে হবে। আর তাঁর নতুন প্রশংসাকারীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এই রং পাল্টানো প্রশংসকরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে মুসলমানের দালাল। এরা এখন নরম হিন্দু (Soft Hindu) সেজে মোদীর কাছে ঘেঁষে হিন্দুত্বের বিজয়কে তছনছ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্রকে চিনে এর মূলকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়াই হবে মোদীজির ভবিষ্যত সাফল্যের পূর্বশর্ত। ইতিহাসে ভারত যে ভুল বারবার করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে জিতে আলোচনার টেবিলে পরাস্ত হয়েছে, জয়ের লাভ নিতে না পেরে উল্টে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আশা করি মোদীজি সেই ভুল করবেন না। নতুন প্রশংসকদের থেকে সাবধান থাকা তাঁর বড় কাজ। চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য ছিলেন। মোদীজিকে হয়তো চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয় ভূমিকাই পালন করতে হবে।

কেন্দ্রে মোদী-সরকার গঠিত হওয়ার সুফল এরাজ্যের হিন্দুরা পাবে তো?

হালদার ঘেড়ি গ্রাম, গায়েন পাড়ার নিজের বাড়ি থেকে গোষ্ঠ গায়েন এবং সুশীল গায়েনকে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালী থানার পুলিশ। এই গোষ্ঠ এবং সুশীল পি.জি.হাসপাতালে ১০ দিন চিকিৎসার পরে সদ্য বাড়ি ফিরেছে। গত মাসের ২৬ তারিখ সন্দেশখালীর এই অঞ্চলে কুখ্যাত সাজাহান শেখের বাহিনী তাণ্ডব চালায়। পুলিশের উপস্থিতিতে রাস্তা অবরোধকারী গ্রামবাসীদের উপরে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে সাজাহানের বাহিনী। একজন পুলিশকর্মীসহ মোট ২৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১৩ জনকে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই ১৩ জনের মধ্যে এই গোষ্ঠ ও সুশীলও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ এখনও পর্যন্ত আক্রমণকারী সাজাহান শেখকে স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ তাদের আক্রমণে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি.-র ভোট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় টি.এম.সি.-র পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা অঞ্চলের ত্রাস সাজাহান শেখের গুণ্ডাবাহিনী সন্দেশখালীর এইসব এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই সাজাহান শেখ বাম আমলে সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনীর নেতা ছিলেন এবং সিপিএম অঞ্চল প্রধান মোসলেম শেখের ডানহাত ছিলেন। হিন্দুদের উপর সাজাহান শেখের অত্যাচারের তদন্ত দিল্লী থেকে মানবাধিকার কমিশন এসে ২০০৭ সালে করেছেন। ২৬ মে-র এই ঘটনার কিছুদিন আগেই ঝুপখালিতে এই সাজাহানের বাহিনী একটি আদিবাসী হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি করে ও সেই ব্যক্তির নাবালিকা কন্যাকে নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করে। হালদার ঘেড়ির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বি.জে.পি.-র একটি কেন্দ্রীয় দল এলাকায় ঘুরে গেছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। কিন্তু গোষ্ঠ এবং সুশীলের এই গ্রেপ্তার এটাই প্রমাণ করে যে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক রঙ দিয়ে হিন্দুদের উপরে চিরাচরিত অত্যাচারের পরম্পরা অব্যাহত আছে। প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রে মোদী-সরকার গঠিত হওয়ার সুফল এরাজ্যের হিন্দুরা পাবে তো?

তৃণমূল-জামাত যোগসাজশ

রাজনাথকে রিপোর্ট বি.জে.পি-র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের

বাংলাদেশের মৌলবাদী ইসলামি দল জামাতে ইসলামির সঙ্গে তৃণমূলের হাত মেলানোর অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গেল বিজেপি। তাদের অভিযোগ মৌলবাদী গোষ্ঠী, চোরাচালানকারী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তির সঙ্গে তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা মিলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উপরে হামলা চালাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট তলবের আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।

সপ্তাহ দেড়েক আগে সন্দেশখালিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় দল ঘুরে আসার পর রাজনাথ সিংহকে রিপোর্ট দেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, বাংলাদেশের জামাতে ইসলামির মতো জঙ্গিপৃষ্ঠপোষক মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের যোগসাজস নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, রাজশাহি বা বগুড়ায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অভিযানের পরে জামাতের বহু কর্মী এ রাজ্যে পালিয়ে এসে তৃণমূল নেতাদের আশ্রয়ে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় লুকিয়ে থেকেছে। পঞ্চায়েত ও লোকসভার ভোটে তারা তৃণমূলের হয়ে গুণ্ডামি ও সন্ত্রাস চালিয়েছে। বিজেপি নেতারা বলছেন, ইউপিএ জামানায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মননোহন সিংহের কাছে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। উল্টে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিএসএফ-কে কার্যত অকেজো করে রেখে বাংলাদেশ থেকে এই সব শক্তিকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করা হয়েছে। বিজেপি বলছে, কট্টর পাকিস্তানপন্থী ও ভারত-বিদ্বেষী একটি মৌলবাদী দল জামাতে ইসলামি। আইএসআইয়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। তৃণমূলের মদতে গা ঢাকা দিয়ে থাকা এই মৌলবাদী শক্তিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিষয়টি নিছক দু'দলের সংঘর্ষ নয়, দেশের নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগজনক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিতেও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন বিজেপি নেতারা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই বিষয়টি আমরা হিন্দু সংহতির বাংলা ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে এবং স্বদেশ সংহতি সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই বার বার তুলে ধরেছি। পার্টি নির্বিশেষে সাধারণ হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে এই অত্যাচার সহ্য করছে। অবশেষে, বিজেপি-র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হল যে, পশ্চিমবঙ্গের এই সব সংঘর্ষগুলি মোটেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, বরং এগুলি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। যদিও রিপোর্টে বলা হয়েছে যে হামলাগুলি হচ্ছে বিজেপি-র উপর। কিন্তু এটা আংশিক সত্য। আসলে হামলা হচ্ছে হিন্দুদের উপর। রাজনৈতিক পরিচয়টা অজুহাত মাত্র। এখন দেখার বিষয় এটাই যে, মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে ইউপিএ জমানায় কংগ্রেস সরকার যে ভাবে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস পায় নি, বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এখন বাংলার হিন্দুদের বাঁচাতে এই বিষয়ে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না।

হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় জিজিয়া কর বহাল থাকলেও হজযাত্রীদের সুবিধা আরও বাড়াচ্ছে কেন্দ্র

হজযাত্রীদের জন্য ঢালাও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ২২সে জুন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন, আরও উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে পুণ্যার্থীদের জন্য। হজযাত্রীদের যাতে কোনোরকম সমস্যায় না পড়তে হয় সেইজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গত বছর হজযাত্রীদের চড়া হারে বিমান মাসুল দিতে হয়েছিল। তার কড়া সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এদিন বলেন এবছর যাতে একই ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন তিনি। একই সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য বিমান সংস্থাকে পরিষেবা আরও উন্নত করার পরামর্শ দেন তিন। শ্রীমতি স্বরাজ স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন, পরিষেবা ভালো না হলে ওই সমস্ত বেসরকারী সংস্থাকে হজ পরিষেবার অনুমতি দেবে না সরকার।

'নগ্ন' এম. এম. এস.-এ ব্ল্যাকমেলের শিকার ডাক্তার

'নগ্ন' এম.এম.এস. করে ব্ল্যাকমেলের শিকার হলেন এক মেডিক্যালের ছাত্রী। তাঁর অভিযোগ, জুবেইর নামে এক বহু পরিচিত যুবক তাঁকে এক হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে ছুরি দেখিয়ে পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয়। গোটা ঘটনাটি ভিডিও তুলে প্রতিনিয়ত ব্ল্যাকমেইল করত জুবেইর ও তার বন্ধুরা। ভিডিওটি ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে প্রথমে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা চায় ওই ছাত্রীটির কাছে। পরে আরও দাবি জানাতে থাকে জুবেইর ও তার বন্ধুরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ২১ বছর বয়সী মেডিক্যালের ছাত্রী উত্তর-পূর্ব দিল্লির জগত্‌পুর এলাকার বাসিন্দা। একটি বেসরকারী কলেজে ডেনটিস্ট নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। বহুদিন ধরেই ওই ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় ছিল জুবেইরের। এলাকায় জুবেইরকে সকলে কিং নামে চেনে। দুই বন্ধুকে একটি বাইকে যাওয়ার সময় ওই ছাত্রীকে দেখতে পায় সে। তারপর ছাত্রীটিকে বাইকে চাপিয়ে একটি হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে আরও দুজন বন্ধু ছিল বলে জানায় ছাত্রীটি। তাদের সনাক্ত করা গিয়েছে। তারা হল, জুবেইরের বন্ধু মনু ও ফয়জল।

উভয়ের বয়স প্রায় ২০-২১ বছরের কাছাকাছি। হোটেলের ঘরে ঢোকার সময় ওই দুই বন্ধুকে বাইরে যেতে বলে কিং। তারপর ছাত্রীটিকে পোশাক খুলতে বলে সে। কথামতো তা করতে না চাইলে ছুরি দেখিয়ে জোর করে নগ্ন করা হয় ওই ছাত্রীটিকে। সেইসব ভিডিও তোলে জুবেইর নিজেই।

বাড়িতে পৌঁছেই শুরু হয়ে যায় হুমকি ও ব্ল্যাকমেল করা। জুবেইরের সঙ্গে বন্ধু মনুও তাঁকে হুমকি দিতে থাকে। নগ্ন এম.এম.এস. ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওই ছাত্রীর কাছ থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দাবি করে তারা। এতে আরও ভয় পেয়ে ছাত্রীটি বাড়ির সদস্যদের সব কথা জানায়। এরপরই জুবেইর ও তার দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. দায়ের করে ছাত্রীটির পরিবার। গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত তিনজন। পরে হোটেলটিতে রেড করে পুলিশ।

মালদায় টিউশন যাওয়ার পথে অপহৃত ছাত্রী

গত ৯ জুন মালদা জেলার কালিয়াচক থানার সাহাবাজপুর নিবাসী জয়হরি কর্মকারের কন্যা মাম্পি কর্মহার অপহৃত হল টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে। সূত্রের খবর, ঐ দিন সকাল ৬টা নাগাদ টিউশন পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বার হয় মাম্পি। বাড়ি ফিরতে দেরী হওয়ায় খোঁজ করে বাড়ির লোক জানতে পারে যে ঐ একই এলাকার বাসিন্দা আসাদুল রহমান, সইদুল রহমান, দুলাল শেখ এবং ফজলু শেখ মাম্পিকে সাহাবাজপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে অপহরণ করেছে। গত ১১ জুন কালিয়াচক থানায় এই মর্মে এফ.আই.আর. করা হয়েছে। প্রসঙ্গঃ উল্লেখ্য, মালদা জেলার এই সমস্ত এলাকায় নারীপাচার চক্র ব্যাপকভাবে সক্রিয়। এছাড়া লাভ জেহাদের অসংখ্য ঘটনা এখানে ঘটে চলেছে।

সরকারি রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ জাঙ্গিপাড়ায়

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের সন্তোষপুর গ্রামের নিকটবর্তী একটি কবরখানাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক কাজ করলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপান-উতোড়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এলাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে জাঙ্গিপাড়া মেন রোডের (রুট-৩১) পাশে পুকুর সহ অনেকটা খাস জমিকে কবরস্থান করে নেওয়া হয়। কিন্তু হিন্দু প্রধান সন্তোষপুরের নিকটবর্তী হওয়ায় কবরস্থান হলে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি হবে, তাই তারা কবরস্থানটি তৈরিতে বাধা দেয়। বিষয়টি দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পর অবশেষে মুসলমানরা ঝামেলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু বর্তমান সরকারের মুসলিম তোষণের বাড়বাড়ন্তে তারা নতুন করে কবরস্থানটিকে ঘিরে নেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। হিন্দুরা বাধা দিলেও প্রশাসনের চাপে তারা কিছু করে উঠতে পারেনি।

ইতিমধ্যে, জাঙ্গিপাড়া মেন রোড থেকে একটি কাঁচা রাস্তা যা সন্তোষপুর ও অমরপুর গ্রামে গিয়েছে তা সরকার থেকে পাকা করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাস্তাটা কবর স্থানের পাশ দিয়েই গিয়েছে। এবারও সংখ্যালঘু সমাজ প্রশাসনের সুবিধা আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। কবরস্থান থেকে পনেরো ফুট ছেড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য তারা চাপ দিতে থাকে। এবারও পুলিশ তাদের চাপের কাছে মাথা নত করে এই দাবি মেনে নেয়। কিন্তু সন্তোষপুর অমরপুরে সাধারণ গ্রামবাসীরা এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ১৯শে জুন কবরস্থান কমিটি তাদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলে গ্রামবাসীরাও রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করে। পুলিশ গ্রামবাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করলে তারাও পাল্টা পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। রঘু পাত্র ও দেবরাজ সোরেন গ্রামবাসীদের একত্রিত করে সংখ্যালঘুদের এই দাবি কিছুতেই মানবে না বলে জানায়। অবশেষে প্রশাসন ও কবরস্থান কমিটি গ্রামবাসীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ঠিক হয় দেড়ফুট ছেড়ে সরকারি রাস্তা তৈরি হবে। সকলের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের জয় হয়।

স্বরূপনগরে উদ্ধার ৬০টি সোনার বিস্কুট

ফের ধরা পড়ল সোনার বিস্কুট। প্রায় ৫ কেজি ৭৫০ গ্রাম ওজনের ৬০টি সোনার বিস্কুটের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর সীমান্তে সরাত গাজি ওরফে সোহারফ নামে এক দুষ্কৃতির কাছ থেকে বিএসএফের ১৫২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানেরা ওই সোনা উদ্ধার করে। স্বরূপনগর থানার পুলিশ সোহারফকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ এবং বিএসএফ সূত্রের খবর, গত এক বছরে স্বরূপনগর সীমান্তে ১৫ কোটি টাকার বেশি মূল্যের সোনা উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি কৈজুড়ি, গাবর্ডা, আমুদিয়া, হাকিমপুর-সহ সীমান্তবর্তী গ্রাম দিয়ে সোনাই নদী পার করে সোনা ছাড়াও গোরু-মোষ, মোটরের যন্ত্রপাতি, মাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এ দিন সকাল ৮টা নাগাদ আমুদিয়া গ্রামে তিনজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় জওয়ানরা তাদের থামতে বলে। তাদের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে পালালেও জওয়ানরা ওই গ্রামের বাসিন্দা সরাত গাজি ওরফে সোহারফকে ধরে ফেলে। তার কাছে থাকা সাইকেলে ঝোলানো একটি থলে থেকে উদ্ধার হয় ৬০টি সোনার বিস্কুট। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কাশ্মীর সীমান্তে অন্তত ৪০০ পাক প্রশিক্ষিত জঙ্গি অনুপ্রবেশের অপেক্ষায়

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী কম করে ৪০০ জন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গির একটি দল ভারত-পাক সীমানা বরাবর বিভিন্ন স্থানে ওঁত পেতে আছে। বেআইনিভাবে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালিয়ে যতটা বেশি সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি করাই এই জেহাদি দলটির একমাত্র উদ্দেশ্য। পাকিস্তানে পুরোদস্তুর জঙ্গি প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর এই দলটি এখন লাইন অফ কন্ট্রোলের বিভিন্ন জায়গায় পাক বাঙ্কারের আড়লে লুকিয়ে আছে এবং সুযোগের অপেক্ষা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে জেহাদিদের কাছে অনুপ্রবেশের মোক্ষম সময় হল মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বছরের অন্যান্য সময়ে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এই অঞ্চলকে অনুপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই এই সময়, অর্থাৎ মে মাস থেকে বরফ গলার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবছর অনুপ্রবেশের তৎপরতা মারাত্মক হারে বেড়ে যায়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। যথারীতি পাকিস্তান রেঞ্জার্স তাদের নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করানোর লক্ষ্যে পুরোপুরি কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। সীমান্ত অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে বিনা প্ররোচনায় নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতিদিনই তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে গোলাগুলি নিক্ষেপ করছে। উদ্দেশ্য, ভারতীয় বাহিনীকে ব্যস্ত রেখে সীমান্তের কিছুটা স্থান অরক্ষিত করা, এবং সেই সুযোগে সেখান দিয়ে জেহাদি উগ্রপন্থীদের সহজেই সীমানা পার করিয়ে দেওয়া।

তাৎপর্য পূর্ণভাবে, বিগত ২৭শে এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় জওয়ানরা একাধিক অনুপ্রবেশের চেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইতিমধ্যেই ৮ জন জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই বছর ২৬শে মে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভারতে আগমন এবং পরবর্তী পর্যায়ে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস ভেস্তে দিতেই পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের আই এস আই এবং পাক সেনাবাহিনীর একাংশ সক্রিয় বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

সীমান্তে সংঘর্ষ বিরক্তি চুক্তি লঙ্ঘনের সাম্প্রতিক বিবরণ পঞ্জি ঃ

১। ২৫শে এপ্রিল ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর; নাঙ্গি টেকরি অঞ্চল—পাকিস্তান রেঞ্জার্স কম করে ৩০ মিনিট ব্যাপী মাঝারি ও সীমিত পাল্লার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক গোলাগুলি বর্ষণ করে।

২। ২৮শে এপ্রিল ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, রাজৌরি সেক্টর; ভিমবি গালি অঞ্চল—গোলাবর্ষণ অন্তত ২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এক্ষেত্রে মর্টার এবং স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

৩। ৩রা মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর; মেন্ধার অঞ্চল—৪৫ মিনিটেরও বেশি সংঘর্ষ স্থায়ী হয়। এখানে মাঝারি ও সীমিত পাল্লার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়।

৪। ৫ই মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, রাজৌরি সেক্টর; ভিমবি গালি অঞ্চল—অন্তত দেড়ঘণ্টা ব্যাপী উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ চলে।

৫। ৭ই মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, রাজৌরি সেক্টর—পাকিস্তানের পক্ষে মূলতঃ মর্টার দিয়ে হামলা চালানো হয়।

৬। ১০ই মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর—নাঙ্গি টেকরি অঞ্চলে একইভাবে বিনা প্ররোচনায় হানাদারেরা হামলা চালায়।

৭। ১৪ই মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর।

৮। ২০শে মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর।

৯। ১৬ই মে ঃ লাইন অফ কন্ট্রোল, পুঞ্চ সেক্টর; কৃষ্ণ ঘাঁটি—এবারেও মাঝারি ও সীমিত পাল্লার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে সীমান্তের ওপার থেকে গোলা বর্ষণ করা হয়।

এরই মধ্যে জঙ্গি-সেনার মধ্যে গুলির লড়াইয়ে লস্কর-ই-তৈবার দুই বিদেশি গেরিলা-কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু-কাশ্মীরের বারমুল্লা জেলার সোপোরে। গতকাল ২৩শে জুন, সন্ধে থেকেই জঙ্গি-সেনার গুলির লড়াই বাধে। সেনার গুলিতে মহম্মদ ভাই নামে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। আরও এক জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। পরে সেনার গুলিতে মেহমুদ ভাই নামে আরও এক লস্কর জঙ্গির মৃত্যু হয়। মৃতদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও কোনও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে কিনা তা তল্লাশি করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কায় মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি বৌদ্ধ নেতার

মুসলিমদের সমস্তরকম অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধরা। যদি তারা নিজেদের সংশোধন না করে তবে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে বৌদ্ধ জঙ্গীনেতা গালাগোদা আথে নানাসারা। মুসলিমদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিজের অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন এই বৌদ্ধ চরমপন্থী নেতা। জঙ্গী সংঘটন বৌদ্ধবলা সেনার সাধারণ সম্পাদক নানাসারা বলেন, যদি কোন মুসলিম কোন সিংহলীজের উপর হাত তোলে তাহলে সব মুসলিমকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে ৬০ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত আলুটগামা ও বেরুয়ানা শহরে রবিবার ও সোমবার রাতে দাঙ্গায় বৌদ্ধবলা সেনাই (বি.বি.এস.) নেতৃত্ব দিয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়। এতে ৪ জন হত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদিকে

গালাগোদা আথে নানাসারা

মুসলিমদের উপর বৌদ্ধদের হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (১৯শে জুন) কলম্বোতে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে মুসলিমরা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে মুসলিমস্ রাইটস্ অর্গানাইজেশনের সভাপতি ইব্রাহিম নিসার মিফলাল জানান, ওই দিন সারা কলম্বো শহরে এক হাজারের বেশি দোকান বন্ধ রাখা হয়।

পেট্রাপোলে আটক কোটি টাকার সোনার বিস্কুট

বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দর থেকে সোনার বিস্কুট নিয়ে এদেশে এসে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে গেল এক বাংলাদেশী ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্ট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ বিএসএফের ৪০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানেরা পেট্রাপোল থেকে মহম্মদ মনিরুজ্জামান নামে ওই যুবককে পাকড়াও করে। বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, মনিরুজ্জামানের বাড়ি বাংলাদেশের সারষা থানার রাজনগর এলাকায়। তার কাছ থেকে ৩৭টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। ব্যাটালিয়নের কমাণ্ড্যান্ট বরজিন্দার সিং বলেন, ''আটক করা সোনার বিস্কুটের ওজন ৪ কেজির উপরে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম প্রায় এক কোটি টাকা। দিন দুয়েক আগে আমাদের কাছে খবর আসে। সেইমত আমরা সতর্ক ছিলাম। এ দিন মনিরুজ্জামানকে হাতেনাতে ধরা হয়।''

বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে সোনার বিস্কুট এদেশে পাচার হওয়াটা নতুন নয়। সাম্প্রতিক সময়ে এই সীমান্তে ৩ কোটিরও বেশি টাকার সোনার বিস্কুট আটক করেছে বিএসএফ। দু-দেশের কয়েকজন পাচারকারিকেও ধরা হয়। বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, সব চেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল

ধৃত মনিরুজ্জামান

বন্দরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত দু'দেশের ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের একাংশও সোনা পাচারে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ৩ জন এবং এদেশের ২ জন এজেন্ট ধরা পড়েছে বলে বিএসএফের দাবি। দু'দেশের এই সব এজেন্টরা বাণিজ্যের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কার্ড দেখিয়ে দু'দিকে অবাধ যাতায়াত করেন। এঁদের উপর নজরদারি সেভাবে থাকে না। তারই সুযোগ নিয়ে সোনা পাচার করা হচ্ছে বলে দাবি বিএসএফের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলি অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র মজুত হচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। মগরাহাট, উস্তি এলাকা আগে থেকেই সেলিম ও খোঁড়া বাদশা খ্যাত। এই রকমই একটি অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে উস্তিতে। গত রবিবার, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ তল্লাশি চালিয়ে উস্তি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক রফিকুল ইসলামের বাড়ী থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। রফিকুলের সন্ধান না পাওয়া গেলেও বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা মেহতাব আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই মেহতাব আলম তার এজেন্টদের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে বলে সূত্রের খবর।

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩১শে ডিসেম্বর)

পুলিশের জালে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

গত রবিবার (২২শে জুন) কলকাতার কালিঘাট অঞ্চল থেকে ধরা পড়ল অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশী যুবক। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে ঐ যুবককে গ্রেপ্তার করে কালিঘাট থানার পুলিশ।

ডি.সি. (সাউথ) মুরলিধর শর্মা বলেন, ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ আনম (২৮) এই অনুপ্রবেশকারী যুবকের বিরুদ্ধে ফরেনাম-এর ১৪ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের দাবি ধৃত যুবক জেরায় জানিয়েছে, তার বাড়ি হাসনাবাদের নয়াখালিতে (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ)। শনিবার বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে সে ভারতে প্রবেশ করে। তার কাছ থেকে পাসপোর্ট পাওয়া গেলেও আপাতত ভিসা পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, পুলিশকে ধৃত যুবক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সে বাংলায় এসেছে।

কিন্তু কিভাবে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বাংলাদেশী যুবক মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে চলে এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে বৈধ পরিচয় পত্র ছাড়া তিন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করল ওয়েস্ট পোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল তারিক মোল্লা, বিল্লা কাজী ও মহম্মদ মনিরুল মোল্লা। এদের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনায়। ধৃতদের কাছে ভারতে ঢোকার বৈধ কাগজপত্র ছিল না বলে পুলিশের দাবি। ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পায়ুতে সোনা, সীমান্তে হদিস আন্তর্জাতিক চক্রের

এতদিন পায়ুর ভিতরে লুকিয়ে সোনা আনতে গিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে ধরা পড়ত পাচারকারীরা। এবার পেট্রাপোল সীমান্তে সোনা পাচারেও তারা একই রাস্তা নিল।

শুল্ক অফিসারেরা জানাচ্ছেন, পায়ুতে সোনা আনলে পাচারকারীর চলাফেরায় তার প্রভাব পড়ে। প্রতিবার বিমানবন্দরে যাত্রীদের চলাফেরা দেখেই তাঁদের সন্দেহ হয়েছে। তবে পেট্রাপোল সীমান্তে যে এভাবে সোনা পাচার হতে পারে, তার আগাম খবর শুল্ক বিভাগের কাছে ছিল। ওত পেতে চারজনকে পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার হয় পাঁচ কেজিরও বেশি ওজনের ছোট-ছোট ১৮টি সোনার টুকরো ও চারটি রিং।

এই ঘটনায় কার্যত চমকে গিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগণার পেট্রাপোল সীমান্তে শুল্ক দফতর থেকে শুরু করে বিএসএফ-এর কর্তারা। তাঁদের দাবি, সীমান্ত দিয়ে আগে এভাবে সোনা পাচার হয়নি। বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচারের নিত্যনতুন পন্থা তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বরূপনগর সীমান্তে এক দুষ্কৃতির কাছে থেকে উদ্ধার হয় ৬০টি সোনার বিস্কুট। তার আগে, বাংলাদেশের বেনাপোল থেকে সোনার বিস্কুট নিয়ে এ দেশে ঢোকার সময় ৩৭টি সোনার বিস্কুট-সহ বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে এক বাংলাদেশী ক্রিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সি অ্যান্ড এফ) এজেন্ট।

বিএসএফ এবং শুল্ক দফতর সূত্রের খবর, ক্লিয়ারিং এজেন্ট মারফত বা পায়ুর ভিতরে সোনা পাচার এর আগে সীমান্তে দেখা যায়নি। দুই ক্ষেত্রেই আগাম খবর ছিল। দু'দেশের ক্লিয়ারিং এজেন্টদের কাজের সূত্রেই দু'পারে অবাধ যাতায়াত। তাঁদের কেউ সোনা পাচারে জড়িয়ে পড়লে তা ধরা সহজ নয়। অন্য দিকে, 'বডি স্ক্যানার' না থাকলে পায়ুতে লুকিয়ে সোনা পাচার আটকানো মুশকিল। সীমান্তে এ ধরনের আধুনিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

ত্রিপুরার সীমান্তে চোরাচালানকারীদের সাথে বি.এস.এফ.-এর সংঘর্ষ ঃ নিহত এক জওয়ান

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার আখাউড়া সীমান্ত সংলগ্ন গোলচক্কর এলাকা বরাবর মুসলিম দুষ্কৃতিদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কুখ্যাত এলাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় ত্রিপুরা-বাংলাদেশ চোরাচালানের একটা বড় অংশ। গত ৬ জুন রাত ন'টা নাগাদ বাংলাদেশ সীমা বরাবর সন্দেহজনক আনাগোনা দেখে কয়েকজন ব্যক্তিকে বি.এস.এফ.-এর টহলদার জওয়ানরা আটক করে। বাক-বিতণ্ডা চলাকালীন হঠাৎ এই দুষ্কৃতিরা জওয়ানদের আক্রমণ করে। তাদের সমর্থনে এলাকার প্রচুর মানুষ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ ঝাঁপিয়ে পড়ে জওয়ানদের উপরে। আত্মরক্ষায় গুলি চালাতে বাধ্য হয় জওয়ানরা। এক জওয়ান-এর গুলিতে মৃত্যু হয় ইসমাইল মিঞা নামে এক দুষ্কৃতির। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সন্দীপ শর্মা নামক এক জওয়ান। জওয়ানদের গুলিতে আহত হয় সহিদ মিঞা, হায়দার আলী, লতির মিঞা, কানু মিঞা সহ মোট ১১ জন ব্যক্তি। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে স্থানীয় জনতা, রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাজ্যের সরকার এবং সি.পি.এম. সহ কংগ্রেস এবং টি.এম.সি.-র বহু নেতা দুষ্কৃতি ইসমাইল মিঞার বাড়িতে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পৌঁছে যান এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ সীমান্তরক্ষীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজনৈতিক চাপে বি.এস.এফ.-এর আই.জি.-কে

আখাউড়া সীমান্তে বি.এস.এফ.-এর নজরদারী

সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটে তিনি সেই ব্যাপারে নজর রাখবেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় রাজ্যবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ব্যক্তি আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, গোলচক্কর এলাকা যে চোরাচালানকারীদের আড্ডা তা শহরের একটা শিশুও জানে। শুধু তোষণের রাজনীতির জন্য এই দুষ্কৃতিদের আড়াল করছে সব রাজনৈতিক দল। সীমান্ত রক্ষাকারী জওয়ানদের জীবনের কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সি.পি.এম. সমর্থিত একটি দৈনিক পত্রিকায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে নিহত জওয়ানের মৃত্যুকে নির্লজ্জভাবে আত্মহত্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

গত ১৪-১৫ জুন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ মহাশয় উত্তরবঙ্গ সফরে যান। বেশ কয়েকটি জায়গায় তিনি কর্মীসভা করেন। উত্তরবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত কালিয়াচক, সুজাপুর, কলিগ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। মুসলিম অত্যাচারের মোকাবিলায় হিন্দু সংহতির মাধ্যমে প্রতিরোধের পথে হাঁটতে তিনি তাদের আহ্বান জানান। চিত্র ঃ বৈষ্ণবনগরে কর্মী সম্মেলন, ১৪ জুন।

মন্দিরে পাহারা কোচবিহারে

কোচবিহার জেলার পাহারাবিহীন মন্দিরগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের পরিচালিত সংস্থার হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। সম্প্রতি বোর্ডের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়। জুলাইয়ের মধ্যে বোর্ডের অধীন অন্তত ১০টি প্রাচীন মন্দিরে ওই ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মীদের একাধিক সংগঠনকে চিঠি দেন দেবোত্তর ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। সোমবার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলাশাসক পি উলগানাথন বলেন, ''বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে সমস্ত মন্দিরের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো হবে।'' দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য তথা কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক বিকাশ সাহা বলেন, ''বোর্ডের অধীন কিছু মন্দিরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা নেই। সেগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।''

দেবোত্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায় ২৯টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারমধ্যে ২২টি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সেগুলির মধ্যে ৬টি মন্দিরে পুলিশ পাহারা রয়েছে। দু'একটি মন্দিরে নৈশপ্রহরী থাকলেও বেশিরভাগ মন্দিরে তা নেই। দীর্ঘদিন ধরে ওই সব মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে টালবাহানায় গত কয়েক বছরে কোচবিহারের মদনমোহন বিগ্রহ চুরি, সিদ্ধেশ্বরী

মন্দিরে অষ্টধাতুর প্রাচীন কালী বিগ্রহ চুরি, তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি তে বলরাম মূর্তি, রাজমাতা মন্দিরে অলঙ্কার সামগ্রী লুঠ, মাথাভাঙা মদনমোহন মন্দিরের প্রণামীর বাক্স ভেঙে টাকা চুরির মত একাধিক ঘটনা ঘটে। কয়েক বছর আগে গোসানিমারির কামতেশ্বরী মন্দির, অয়রাণী চিতলিয়া মন্দিরে চুরির ঘটনা হয়েছে।

ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় কোচবিহারের রাজমাতা মন্দির, তুফানগঞ্জের এবং মাথাভাঙার মদনমোহন দেবের মন্দির, ধলুয়াবাড়ি শিব মন্দির, নাটাবাড়ি বলরাম মন্দির, ষণ্ডেশ্বরের মন্দির সহ ১০টি মন্দিরে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখার পরিকল্পনা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় মন্দিরগুলিতে লাগাতার চুরির পরিপ্রেক্ষিতে দেবোত্তর ট্রাস্টের এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু হিন্দুদের শ্রদ্ধাস্থলগুলির সুরক্ষার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের। যতদিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব সমাজ নিজের কাঁধে তুলে না নেবে, ততদিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না।

বসিরহাটের উত্তর বাগুণ্ডি গ্রামে গণধর্ষণ, গ্রেফতার চার

বসিরহাট মহকুমা গো-পাচার, স্মাগলিং, অনুপ্রবেশ ও ধর্ষণের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। সদ্য ঘটনা ঃ বসিরহাটের উত্তর বাগুণ্ডি গ্রামে লাইনপাড়ের ঝুপড়িতে ঢুকে গলায় ভোজালি ঠেকিয়ে এক মহিলাকে রাতভর ধর্ষণের অভিযোগে চারজনকে ধরল পুলিশ। মহিলার গোঙানির শব্দে তাঁর দু'বছরের মেয়ে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করলেও দুষ্কৃতীরা নিরস্ত হয়নি। বসিরহাট থানার দাবি, ধৃতেরা দোষ কবুল করেছে। আদালত তাদের তিন দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বসিরহাট হাসপাতালে পরীক্ষার পরে মহিলাকে হাওড়ার লিলুয়া হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছর চারেক আগে বসিরহাটেরই চাঁপাপুকুর গ্রামের মহিলার বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীকে রাঁধুনির কাজে মাঝে মধ্যেই নানা জায়গায় যেতে হয়। স্বামী না থাকলে তিনি মেয়ে নিয়ে রেললাইনের ধারে উত্তর বাগুণ্ডি গ্রামে কাকার ঝুপড়িতে এসে থাকতেন। মহিলার অভিযোগ, ''৩ জুন, মঙ্গলবার রাতে তিনি মেয়েকে নিয়ে একাই ঘরে ছিলেন। নিমন্ত্রণ থাকায় কাকা সপরিবারে চলে গিয়েছিলেন। রাতে ফেরেননি। রাত ১১টা নাগাদ দরমার বেড়ার দরজা ভেঙে চারজন ঢোকে। ওরা কাকার ছেলের বন্ধু। প্রথমে ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। গলায় ভোজালি ঠেকিয়ে পরপর আমাকে ধর্ষণ করে ওরা। চিৎকার করতে গেলে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে দেয়। মেয়ের দোহাই দিলেও ছাড়েনি।'' পুলিশকে তিনি জানান, গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর মেয়ের। সে চিৎকার করলে এক পড়শি দম্পতি বেরিয়ে আসেন। দুষ্কৃতিরা তাঁদের দেখে গুলি চালানোর হুমকি দেয়। ভয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে যান। সারা রাত নির্যাতনের পরে কাউকে কিছু বললে জানে মেরে ফেলার হুমকি দেয় দুষ্কৃতিরা।

মহিলা জানান, এই ক'দিন ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেননি। শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। এ দিন ঘটনাস্থলে গেলে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রামবাসীরা জানান, কিছুদিন ধরেই বহিরাগত দুষ্কৃতিরা এলাকায় এসে নানাভাবে মহিলাদের উত্ত্যক্ত করছে। তাদের ভয়ে সন্ধ্যার পর রেললাইনের উপর দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে সাহস পায় না। অভিযুক্তেরা এলাকার কয়েকজনকে ধরে বিষয়টির মীমাংসা করানোর চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যায় বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এসডিপিও (বসিরহাট) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গণধর্ষণের মামলা রুজু করে ওই রাতেই পশ্চিম দণ্ডিরহাটের বাড়ি থেকে নুরুল আমিন মোল্লা, আরিফ মোল্লা, শেখ ময়না ওরফে হাফিউল্লা ও বড় জিরাকপুর গ্রামের বাড়ি থেকে উৎপল মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়।''

মহা সমারোহে মগরাহাটে প্রথম রথযাত্রা পালিত হল

মহাসমারোহে মুষ্টিমেয় হিন্দুর উদ্যোগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হাজার হাজার ভক্ত সমাগমে পালিত হল শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মাতার রথযাত্রা। রথ গরুহাটা থেকে হরিশঙ্করপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠ সংলগ্ন পাতানো মাসীর বাড়ি শ্রীপঞ্চানন মন্দিরে পৌঁছায়।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৩ই আষাঢ় ১৪২১ গুণ্ডিকা মার্জন ও জলাভিষেকের মাধ্যমে। জলাভিষেক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন, প্রায় তিন শতাধিক নারী ও পুরুষ। বাজি, বাদ্য সহযোগে লাল পাড় শাড়ি পরিহিত মায়েরা গরুহাটা থেকে দঃ বারাসতের আদিগঙ্গা থেকে পায়ে হেঁটে ১০৮ কলস গঙ্গাজল নিয়ে আসে। পরদিন অর্থাৎ রথের দিন সকাল থেকে চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মাতার পূজার্চনা ও জলাভিষেক। তারপর বিকেল ৩টায় অগণিত ভক্ত সমাগমে রথের রশিতে টান দেওয়া হয়। মগরাহাটের মানুষ এক নতুন অনাবিল আনন্দের স্রোতে গা ভাসাল।

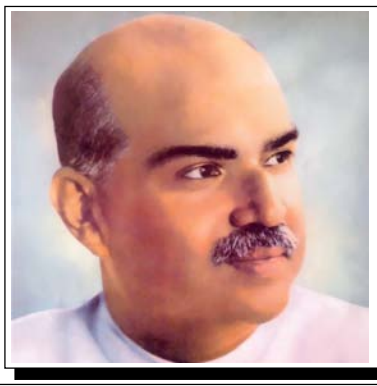

স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায়
প্রথম শহীদ
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
লহ প্রণাম

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <www.hindusamhatibangla.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012